



205161 - দরৌ না করে মীনা ত্যাগ করা

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, ১৩ ই যলিহজ্জ কংকর নকিষেপে করা ঐচ্ছকি বযিয; আবশ্যকীয় নয়। ১২ ই যলিহজ্জ কংকর নকিষেপে করে আমরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যতে পারি; তাশরকিরে সবগুলো দিনি মীনাতে থাকতে হবে না। এটি কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্জপালনকারীর জন্য কংকর নকিষেপে দিনিগুলোর দ্বিতীয় দিনি মীনা ত্যাগ করা জায়যে আছে; তৃতীয় দিনিরে জন্য অপকেষা না করে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর যদি কটে তাড়াতাড়ি করে দুই দিনিে চলে আসে তবে তার কোনে পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বলিম্ব করে আসে তারও কোনে পাপ নেই। এটা তার জন্য য়ে তাকওয়া অবলম্বন করে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২০৩]

জমহুর আলমেরে নকিট এটি জায়যে হওয়ার শর্ত হচ্ছ: হজ্জপালনকারী জমরাতগুলোতে কংকর নকিষেপে করার পর সূর্য ডোবার পূর্বে মীনা থেকে বরে হয়ে যাওয়া। তখন তার উপর থেকে তাশরকিরে তৃতীয় দিনি কংকর মারার বধিান মওকুফ হয়ে যায়। যদি সূর্য ডোবার আগে বরে না হয় তাহলে মীনাতে রাত্রিযাপন করা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি তাশরকিরে মধ্যবর্তী দিনি মীনাতে থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে গছে সে ব্যক্তি আর মীনা ত্যাগ করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তী দিনি জমরাতগুলোতে কংকর নকিষেপে করে।”

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

“ঈদরে দিনিরে পর যতটুকু সময় মীনাতে অবস্থান করা একজন হজ্জপালনকারীর উপর ওয়াজবি তা হলো: যলিহজ্জরে ১১ ও ১২ তারখি। পক্বান্তরে, যলিহজ্জরে ১৩ তারখি মীনাতে অবস্থান করা আবশ্যকীয় নয়। সেই দিনি জমরাতগুলোতে কংকর নকিষেপে করাও আবশ্যকীয় নয়; মুস্তাহাব। তবে যদি মীনাতে থাকাবস্থায় ১২ যলিহজ্জরে সূর্য ডুবে যায় তাহলে ১৩ই যলিহজ্জরে রাত মীনাতে থাকা ও পরবর্তী দিনি সূর্য হলে পড়ার পর তিনি জমরাতে কংকর নকিষেপে করা আবশ্যক হয়ে যায়।

আর উল্লেখিত আয়াতটির মর্ম হচ্ছ: য়ে ব্যক্তি ঈদরে দিনিরে পর আরও দুই রাত মীনাতে থেকে এবং ১১ তারখি ও ১২ তারখি তিনি জমরাতে কংকর মরে আর অপকেষা না করে মীনা থেকে চলে যান তার কোনে গুনাহ হবে না। তার উপর কোনে দম (পশু



জবাই করা) আবশ্যিক হবো না। কনোনা তনি তার উপর যা আবশ্যিক সটে আদায় করছেন। আর যো ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করে মীনাতে ১৩ই যলিহজ্জেরে রাত্রিও যাপন করেনে এবং ১৩ তারিখে তনিটি জমরাতো কংকর নকিষপে করেনে; তারও কোন গুনাহ নহে। বরং এই রাত্রিটি মীনাতে থাকা ও দিনে কংকর মারা তার জন্য উত্তম ও অধিক সওয়াবপূর্ণ। কনোনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজি এটি করছেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা আয়াতটিকে শেষে করছেন তাকওয়া ও শেষে দবিসরে প্রতি ঈমান আনা এবং তাতে যো হিসাব ও পুরস্কার রয়েছে সো সবরে প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ দিয়ে; যাতো করে যো ব্যক্তি এ বিষয়গুলোকে স্মরণ করবে তার জন্য এটি আল্লাহর রহমতরে আশায় ও শাস্তরি ভয়ে বেশি বেশি নিকে আমল করা ও বদ আমল বর্জন করার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক হয়।

শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি মানী'

[গবষণো ও ফতোয়ো বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/২৬৬, ২৬৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।